

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
তৃতীয়		১-২৯
প্রথম অধ্যায়	সংগীতের নীতি	১-৫
প্রথম পরিচ্ছেদ	পরিভাষা	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	তাল ও ছন্দ প্রকরণ	৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	ইতিহাস	৬-২৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	সংগীতগুণীদের জীবনী	১০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি	২৩

ব্যাবহারিক		৩০-৮৮
তৃতীয় অধ্যায়	শাস্ত্রীয়সংগীত	৩০
চতুর্থ অধ্যায়	বাংলাগান	৪৬

প্রথম অধ্যায়

সংগীতের নীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিভাষা

শাস্ত্রীয়সংগীত

শাস্ত্রীয় নিয়মে রচিত সংগীতকে শাস্ত্রীয়সংগীত বলে। শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীতের মূল ধারা চারটি। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি ও টপ্পা। শাস্ত্রীয়সংগীতে বন্দিশে যে বাণী বা কথা রয়েছে তা সুর প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। বন্দিশকে কেন্দ্র করে বিস্তার, তান, বাট, লয়কারী ইত্যাদি সুরকর্মই শাস্ত্রীয়সংগীতের বৈশিষ্ট্য। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, তারানা, সারগামগীত প্রভৃতিতে রাগের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হয়। শাস্ত্রীয়সংগীতে মূলত একটি রাগকে উপস্থাপন করা হয়। কণ্ঠ এবং যন্ত্র উভয় প্রকার নিবদ্ধ গানকে (তাল যুক্ত) বন্দিশ বলে।

নাদ

সংগীত সৃষ্টির উপযোগী যেকোনো ধ্বনিকেই নাদ বলে। নাদ দুই প্রকার— আহত নাদ ও অনাহত নাদ।

আহত নাদ

আঘাত বা ঘর্ষণজনিত কারণে যে নাদ বা ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে আহত নাদ বলে। আহত নাদ দুই প্রকার— সাংগীতিক ধ্বনি ও অসাংগীতিক ধ্বনি বা কোলাহল।

অনাহত নাদ

আঘাত বা ঘর্ষণ ব্যতীত যে নাদ বা ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে অনাহত নাদ বলে।

শ্রুতি

স্বর পরিমাপের একককে শ্রুতি বলে। সময়ের পরিমাপের একক হিসেবে যেমন সেকেন্ডকে ধরা হয় তেমনি স্বর পরিমাপের একক হিসেবে শ্রুতিকে ধরা হয়। একটি সপ্তকে ২২টি শ্রুতি থাকে।

বর্জিত স্বর

রাগে যেসব স্বর বর্জন করা হয় তাকে বর্জিত স্বর বলে।

পকড়

যে সংক্ষিপ্ত স্বর সমাবেশ দ্বারা রাগের রূপ প্রকাশিত হয় তাকে পকড় বলে।

তান

রাগে ব্যবহৃত স্বর বা স্বরসমূহের দ্রুত প্রয়োগকে তান বলে। এই তান সাধারণত আরোহ-অবরোহ এবং বক্র গতিতে সম্পন্ন হয়।

লক্ষণগীত

প্রতিটি রাগে কিছু লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে। যে গীতিশৈলীতে রাগের লক্ষণগুলোর বর্ণনা থাকে তাকে লক্ষণগীত বলে।

বন্দিশ

সংগীতের স্বর কিংবা তবলার বাণীতে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাকে অবলম্বন করে সার্বিক উপস্থাপনা করা হয়, তাকে বন্দিশ বলে।

পাল্টা

সংগীতে সাতটি স্বরের নানারকম স্বরবিন্যাসের মাধ্যমে আরোহণ এবং অবরোহণ করাকে পাল্টা বলে।

রাগ

শাস্ত্রীয় নিয়মে সাধারণত কমপক্ষে পাঁচ স্বর এবং অনধিক সাত স্বরের ব্যবহারে যে ভাবের সৃষ্টি হয় তাকে রাগ বলে। রাগের দশ লক্ষণ এই শাস্ত্রীয় নিয়মের অধীন।

জনক রাগ

প্রচলিত রাগগুলোকে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখাণ্ডে দশটি বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেন যা ঠাট নামে পরিচিত। এই ঠাটগুলোর প্রত্যেকটি একেকটি প্রচলিত ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় এদেরকে জনক রাগ বলে। জনক রাগের নামগুলোকে মূলত দশটি ঠাটের নামকরণ করা হয়েছে।

জন্য রাগ

জনক রাগের সমাঙ্গিক অন্য রাগগুলোকে জন্য রাগ বলে।

রাগের লক্ষণ

যে বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রয়োগের মাধ্যমে একটি রাগের স্বরূপ প্রকাশিত হয় তাকে রাগের লক্ষণ বলে। প্রাচীন এবং বর্তমান কালে রাগের দশটি লক্ষণ মানা হয়।

স্বরলিপি

কণ্ঠ বা যন্ত্রে পরিবেশিত সুরসমূহের স্বর ও তালের নিয়মবদ্ধ লিখিত রূপকে স্বরলিপি বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তাল ও ছন্দ প্রকরণ

তাললিপি পরিচিতি

তাল লেখার পদ্ধতিকে বলে তাললিপি। এতে মাত্রা, সম, তালি, খালি ও বিভাগ চিহ্নগুলো নির্দেশ করে ঠেকার উল্লেখ থাকে। তালযন্ত্রে বোলসমূহ বিভাগ অনুযায়ী বাজাবার ক্রিয়াকে বলা হয় ঠেকা। ঠেকার নিচ দিয়ে ১, ২, ৩ এইভাবে মাত্রা সংখ্যা লেখা হয় এবং ঠেকার ওপরে নির্দিষ্ট জায়গায় তাল চিহ্নগুলো লেখা হয়।

তবলার বর্ণ

তবলার তালকে প্রকাশের জন্য যে বাণী ব্যবহার করা হয় তাকে বর্ণ বলে। সংগীতে যেমন সাতটি স্বরের ব্যবহার রয়েছে। তেমনি তবলায় দশটি বর্ণ রয়েছে। বর্ণ দুই প্রকার— মৌলিক বর্ণ ও যৌগিক বর্ণ। যে বর্ণ এককভাবে প্রকাশিত হয় তাকে মৌলিক বর্ণ বলে। যেমন— তা বা না, তি বা তিন, তে, টে বা রে, থুন, দি বা দিন, ক, গ। যে বর্ণ তবলা এবং বাঁয়া উভয়ের সমন্বয়ে প্রকাশিত হয় তাকে যৌগিক বর্ণ বলে। যেমন— ধা, ধিন।

তবলার বর্ণ: তা বা না, তি বা তিন, টে বা রে, থু বা থুন, দি বা দিন

বাঁয়ার বর্ণ: ক বা কে, গ বা গে

তবলা-বাঁয়ার যৌথ বর্ণ: ধা, ধিন

তাল চিহ্ন পরিচিতি

	আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে	ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে
সম	+	×
দ্বিতীয় আঘাত বা তালি	২	২
তৃতীয় আঘাত বা তালি	৩	৩
চতুর্থ আঘাত বা তালি	৪	৪
অনাঘাত বা খালি	০	০
বিভাগ		

তাল: ত্রিতাল

মাত্রা	১৬
বিভাগ	৪
ছন্দ	৪/৪ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি	প্রথম মাত্রায় সম, পঞ্চম মাত্রায় এবং ত্রয়োদশ মাত্রায় তালি
খালি বা ফাঁক	নবম মাত্রায়
পদ	সমপদী

ত্রিতালের তাললিপি

মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১				
বোল	ধা	ধিন	ধিন	ধা	।	ধা	ধিন	ধিন	ধা	।	না	তিন	তিন	না	।	তা	ধিন	ধিন	ধা	।	ধা
চিহ্ন	×				২				০				৩								×

তাল: তেওড়া

মাত্রা	৭
বিভাগ	৩
ছন্দ	৩/২/২ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি	প্রথম মাত্রায় সম ও চতুর্থ মাত্রা এবং ষষ্ঠ মাত্রায় তালি
খালি বা ফাঁক	নেই
পদ	বিসমপদী

তেওড়া তালের তাললিপি

মাত্রা	১	২	৩		৪	৫		৬	৭		১
বোল	ধা	দেন	তা	।	তেটে	কতা	।	গদি	ঘেনে	।	ধা
চিহ্ন	×				২			৩			×

তাল: ঝাঁপতাল

মাত্রা	১০
বিভাগ	৪
ছন্দ	২/৩/২/৩ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি	প্রথম মাত্রায় সম, তৃতীয় মাত্রা এবং অষ্টম মাত্রায় তালি
খালি বা ফাঁক	ষষ্ঠ মাত্রায়
পদ	বিসমপদী
বাদন	তবলা ও পাখওয়াজ

ঝাঁপতালের তাললিপি

মাত্রা	১	২		৩	৪	৫		৬	৭		৮	৯	১০		১
বোল	ধি	না	।	ধি	ধি	না	।	তি	না	।	ধি	ধি	না	।	ধা
চিহ্ন	×			২				০			৩				×

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। শাস্ত্রীয়সংগীত কাকে বলে?
- ২। নাদ কাকে বলে? নাদ কত প্রকার?
- ৩। শ্রুতি কাকে বলে? শ্রুতি কয়টি?
- ৪। পকড় কী?
- ৫। তান কাকে বলে?
- ৬। পাল্টা কী?
- ৭। রাগের লক্ষণ কী কী?
- ৮। জনক রাগ কী?
- ৯। তালের বর্ণ কয়টি ও কী কী?
- ১০। আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির তালচিহ্নগুলি লেখ।
- ১১। ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতির তালচিহ্নগুলি লেখ।
- ১২। ত্রিতালের তাললিপি লেখ।
- ১৩। ঝাঁপতালের তাললিপি লেখ।
- ১৪। তেওড়া তালের তাললিপি লেখ।